১লা ফেব্রুয়ারি ২০২১ এটা SEG/ISCG তে সাবমিট করা হয়েছে। বর্তমান কপি ৮ এপ্রিল ২০২১ এ সামান্য সংশোধিত।

"JRP ২০২১: এটা কি গতানুগতিক ধারার বাহিরে যেতে পেরেছে? "

JRP ২০২১ এর খসড়া নিয়ে SEG তে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও প্রতিনিধিদের মতামত।

১. **ভূমিকা:** এটি রোহিঙ্গা কর্মকান্ডে সাড়াদানের ক্ষেত্রে JRP(Joint Response Plan) 2021 কে ঘিড়ে SEG-তে (Strategic Executive Group) স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিও প্রতিনিধিদের খসড়া মন্তব্য। মূল প্রস্তাবনা বা প্রক্রিয়ার উপর আমাদের ১০টি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা রয়েছে। তার পরেও ১২ নাম্বার পয়েন্টে ছকের ভেতরে বাড়তি মতামত দেয়া হয়েছে। আমরা রোহিঙ্গা সাড়াদান কর্মসূচীতে সরকার এবং জাতিসংঘ উভয়ের সাথেই ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করায় বিশ্বাস করি কিন্তু গঠনমূলক সমালোচনা পরিত্যাগ করে নয়।

২. **বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে আমাদের ভবিষ্যত পন্থা:** নিচের মন্তব্যগুলো JRP-২০২১ কে বিবেচনায় রেখে প্রস্তাব করা হয়েছে:

ক) রোহিঙ্গা সংকটকে একটি দীর্ঘকালিন সংকট হিসেবে বিবেচনা করা। প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত তাদের মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা বিশেষ করে তরুণদের যারা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ ভাগেরও বেশি।

খ) ২০১৭ সালের অগাষ্ট থেকে দেখা গিয়েছে যে রোহিঙ্গাদের প্রতি এখনও স্থানীয়দের ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। সুতরাং সাড়াদানের ক্ষেত্রে সামগ্রিক সামাজিক এপ্রোচ (Whole of Society Approach) ব্যাবহার করা যেতে পারে। স্থানীয় এনজিওগুলো সামাজিক সম্প্রীতি ও এডভোকেসি করার মাধ্যমে সেই উদাহরন তৈরি করে দেখিয়েছে।

গ) বাংলাদেশি স্থানীয় ও জাতীয় সিএসও/এনজিওগুলো নাগরিকদের মতামতকে আমলে নিয়ে মানবিক সাড়াদান কর্মকান্ড বাস্তবায়নে পেশাদারিত্ব এবং অভিজ্ঞতার পরিচয় দেখিয়েছে। স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থা নির্ধারনে IASC (Inter-Agency Standing Committee) সংজ্ঞা বিবেচনা করতে হবে। অধিকারভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় এনজিও/সিএসওগুলোকে স্থায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য সামনে থেকে নেতৃত্ব প্রদান করা উচিৎ।

ঘ) ভবিষ্যতে রোহিঙ্গা সাড়াদান কর্মকান্ড বাস্তবায়ন স্বল্প তহবিলের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে করার জন্য আমাদের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। পরিচালন ব্যয় হ্রাস করার জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সরাসরি সুবিধা পৌছে দিতে ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করতে হবে।

ঙ) দ্রুত সময়ের মধ্যে উখিয়া এবং টেকনাফের পরিবেশ পুনরুদ্ধারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, বিশেষ করে পানি এবং বর্জ্য ব্যাবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩. **সরকারের অবদানকে স্বীকার করতে হবে, JRP একটি লাইভ ডকুমেন্ট (Live Document) হবে :** শুরু থেকেই সামগ্রিক রোহিঙ্গা সাড়াদান কর্মকান্ডে সরকারের অবদান রয়েছে যা JRP ডকুমেন্টে উল্লেখ করা ও স্বীকৃতি দেয়া উচিত। যেহেতু পরিস্থিতি জটিল এবং দ্রুত পরিবর্তিত হয় সেহেতু এই ডকুমেন্টটিকে একটি লাইভ ডকুমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। যেহেতু, স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওগুলো দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প প্রাপ্তি এবং অনুমোদন পাবার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি কমই পায় , সে কারণে তারা JRP তৈরি প্রক্রিয়াতে তেমন অর্থবহ অবদান রাখতে পারেনা। এটা যদি লাইভ ডকুমেন্ট হয় এবং ISCG তে যদি স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিও সমূহের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হয়, তাহলে আরও ভালো সমন্বয়, যেকোন সময়ের প্রাপ্ত সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার করতে JRP কে একটি লাইভ ডকুমেন্ট হিসাবে বিবেচনা করা উচিৎ।

৪. **পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা পর্যন্ত স্থানীয়দের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে:** শুরু থেকেই আমরা সিসিএনএফ (www.cxb-cso-ngo.org) এর সাথে পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় নাগরিক সংগঠন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের বিষয়গুলো বারবার উত্থাপন করে এসেছি, বিশেষত ISCG এবং HoSoG তে (Head of Sub offices

Group)। JRP ডকুমেন্ট হলো ISCG (Inter Sectoral Coordination Group) এর ফলাফল, যার বেশিরভাগই বিদেশীদের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। ২০১৮ সালে JRP ডকুমেন্টটি শুরুতেই স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে শেয়ার করা হয়েছিল, কিন্ত এর পরে তা খুব কমই অনুসরণ করা হয়েছে। কোনও জায়গা "নিরাপদ" হতে পারে না, যদি এটা শুধুমাত্র এক পক্ষের অংশগ্রহণেই হয়ে থাকে। বরং এটি তখনই অধিকতর নিরাপদ হবে যখন সেখানে সকল পর্যায়ের প্রতিনিধির অংশ গ্রহণ থাকবে বিশেষ করে স্থানীয় সংগঠনগুলোর এবং যখন সেখানে পারস্পরিক সম্মান, ভিন্ন মতের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করা হবে। ISCG নেতৃবৃন্দেকে "গণতান্ত্রিক মালিকানা"র মূলনীতিকে বিবেচনায় নিতে হবে। এটি আমরা বলছি রোহিঙ্গা সাড়াদান কর্মকান্ডে জড়িত সংগঠনগুলোর মধ্যে "বিশ্বাসের ঘাটতি" থাকার কারনে।

৫. **'কাজের নতুন পদ্ধতি' ও স্থানীয়করণ টাস্ক ফোর্সকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। স্থানীয়করণ ইস্যুকে ভূলে গেলে চলবে না।**
'কাজের নতুন পদ্ধতি' নিয়ে খসড়া JRP তে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটি কিভাবে করা হবে তা সঠিকভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কাজের নতুন পদ্ধতির মুল সারবত্তু হলো এটি ৩টি বিষয় যথা উন্নয়ন, সম্প্রীতি ও স্থায়ীত্বশীলতা। সকল সংগঠন বিশেষ করে স্থানীয় সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কাজের নতুন পদ্ধতি'র বাস্তবায়ন হবে। ACF, Oxfam এবং অন্যান্য সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণের মাধ্যমে UNDP ও IFRC'র নেতৃত্বে SEG এর মিটিং এ অনেক আলোচনা করা হয়েছে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিস বিভাগের উদ্যোগে সকলের সাথে একটি রোডম্যাপ তৈরির জন্য আলোচনা করা হয়েছে। তারা SEG এর মিটিং এ একটি প্রতিবেদনও উপস্থাপন করেছে। সেজন্য তারা মিটিং এ সকলের প্রশংসাও কুড়িয়েছে। এখন এটির প্রকাশনা ও এই রোডম্যাপ বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা SEG এর দ্বায়িত্ব। দাতা ও SEG এর মতামতের পর চুড়ান্ত করা এই রোডমাপ ডকুমেন্টটি যারা এটি বাস্তাবায়ন করার জন্য আগ্রহী এবং যারা স্থানীয়করণ টাস্কফোর্সের সদস্য তাদেরকে দেখার সুযোগও দেয়া হয়নি। স্থানীয়করণ টাস্কফোর্স এবং এদের রোডম্যাপকে JRP তে বলা চলে তেমন উল্লেখই করা হয়নি।

৬. **বাংলাদেশে ISCG এবং জাতিসংঘকে IASC 'র নীতিমালার দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত বিশেষ করে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও-কে সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে:** আমরা লক্ষ্য করেছি যে বাংলাদেশে ISCG জাতিসংঘের IASC কতৃক প্রদত্ত স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিওদের সংজ্ঞায়নের বিষয়টিকে ন্যূনতম আমলে নেয়নি। IASC হলো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রেজুলেশনের মাধ্যমে স্বীকৃত মানবিক কর্মকান্ড বিষয়ক নীতিমালা তৈরির সর্ব্বোচ্চ পরিষদ। আমরা দেখেছি যে, আইএসসিজি জাতিসংঘের IASC কতৃক প্রদত্ত স্থানীয় বা জাতীয় এনজিওর সংজ্ঞায়নের পার্থক্য না করেই সবগুলোকে "বাংলাদেশী এনজিও" বলে উল্ল্যেখ করছে। যেহেতু গ্র্যান্ড বার্গেইন (২০১৬) প্রতিশ্রুতি জাতিসংঘ দ্বারা শুরু হয়েছে, তাই আমরা আশা করি জাতিসংঘের কর্মীরা এর পটভূমি এবং বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হবেন । IASC কোভিড-১৯ কে কেন্দ্র করে স্থানীয়করণ বিষয়ে একটি নীতিমালা সরবরাহ করেছিল। আমরা এই ব্যাপারে জাতিসংঘের মানবিক কর্মকান্ড বিষয়ক পরামর্শদাতার (UN Humanitarian Advisors) দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি এবং এটি সম্ভাব্য সকল স্টেকহোল্ডারদের মাধ্যমে অনুসরণ করার অনুরোধও করেছি।

৭. **স্থানীয়করণ বিষয়টি জেআরপি-২০২১ এর একটি ক্রস কাটিং (Crosscutting) ইস্যুর পাশাপাশি একটি কৌশলগত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত:**
জেআরপিতে প্রস্তাবিত কর্মকান্ডগুলোর পাশাপাশি সুরক্ষা, জেন্ডার এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত কাজগুলোকেও প্রস্তাব করা যেতে পারে-

ক. স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিও'র দ্বারা মাঠের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘের এজেন্সিগুলোকে মনিটরিং, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান এবং তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

খ. প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং কাজটি কিভাবে একটি নির্দীষ্ট সময় সীমার মধ্যে পরিকল্পিতভাবে সম্পাদন করা হবে তা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও কর্মীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যেন তারা ২০২১ সালের নিজেরাই করতে পারে।

গ. মাঠ পর্যায়ের সকল যোগাযোগ হবে বাংলায় বিশেষ করে কক্সবাজার জেলায়। বিদেশীদেরকেও বাংলায় যোগাযোগ করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এ বিষয়টিও গ্র্যান্ড বার্গেইন বাস্তবায়ন মিশন বাংলাদেশ-এ (সেপ্টেম্বর ২০১৮) সুপারিশ আকারে বলা হয়েছে।

ঘ. সমস্ত এনজিওদের সাথে পার্টনারশীপ নির্বাচন করা হবে মানদন্ড এবং নীতিমালার আলোকে এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ও স্বচ্ছ উপায়ে। কক্সবাজারে অধিকার ভিত্তিক নাগরিক সমাজ তৈরি করতে স্থানীয় পর্যায়ে গড়ে ওঠা এনজিওদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সুশাসন চর্চার মধ্যদিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে স্থায়ীত্বশীল, দায়বদ্ধ এনজিও / সিএসওদের জন্য একটি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। বর্তমানে অংশীদারি সংগঠন নির্বাচনের চর্চা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজস্ব পছন্দ ও অপছন্দের উপর নির্ভর করে। দেশের অন্য প্রান্ত থেকে ধরে আনা এনজিওগুলোর স্থানীয় কমিউনিটি সম্পর্কে খুব কমই ধারণা থাকে।

৮. **অনুদানের অর্থ কোথায় যায় এবং এর প্রক্রিয়া কি সে সম্পর্কে গণ প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে এবং পরিচালন ব্যয় হ্রাসের পরিকল্পনা করতে হবে।**
রোহিঙ্গা সহায়তা কর্মসূচির জন্য মোট কত টাকা এসেছে শুধুমাত্র এই পরিসংখ্যানই দেয়া হয়। তবে এই বরাদ্দকৃত অর্থ কোথায় কোথায় যায় সে সম্পর্কে প্রকাশ্য বিবৃতি নেই বললেই চলে। সিসিএনএফ শুরু থেকেই এই জাতীয় প্রকাশ্য বিবৃতির জন্য জোড়ালো দাবি করে আসছে। সিসিএনএফ ২০২০ সালের অক্টোবরে এ বিষয়ে একটি দ্রুত মূল্যায়ন করেছিল এবং প্রাপ্ত মোট তহবিল অনুসারে এর বিতরণ তথ্যও খুজে পেয়েছে। সেখানে দেখা যায়, প্রতি মাসে প্রতিটি রোহিঙ্গা পরিবারের জন্য বরাদ্দ ছিলো প্রায় ৪২৮ ইউএস ডলার। কিন্তু রোহিঙ্গা পরিবার প্রতি শিক্ষা, সচেতনতা, নেটওয়ার্কিং এবং অবকাঠামোগত বাহ্যিক কর্মকান্ড সম্পর্কিত ব্যয় বাদ দিলে আনুমানিক ১৩০ ডলার করে পরিবারগুলো সরাসরি সহায়তা পেয়েছে।

২০১৮ এর শুরুতে আইএসসিজি নেতাদের একটি অভিব্যক্তি ছিল এমন যে, জেআরপি সম্পর্কিত ২৫% সহায়তা হোস্ট কমিউনিটির কাছে যাবে। তখন থেকেই প্রকৃত হিসাবের প্রশ্নটি উত্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু আইএসসিজি এবং জাতিসংঘ থেকে এই বিষয়ে তেমন কোন সাড়া লক্ষ্য করা যায়নি। হোস্ট কমিউনিটির জন্য কোন দাতা থেকে কত টাকা এসেছে এবং ব্যয় করা হয়েছে সে সম্পর্কে খসড়া জেআরপি-২০২১ এর একটি অধ্যায় রয়েছে। আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘ এজেন্সিগুলোর পরিচালন ব্যয়- "বিলাসিতা এবং প্রয়োজনীয়তা"র পার্থক্য নিয়ে আমাদের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। ব্যয় কমানোর বিষয়টিকেও সহায়তা কমে যাওয়ার এই সময়ে একটি ক্রসকাটিং ইস্যু হিসেবে ধরা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জাতিসংঘের সমস্ত সংস্থা একটি একক সরবরাহ ইউনিটের মাধ্যমে কাজ করতে পারে। ঘটনা প্রসঙ্গে বলা দরকার এই প্রস্তাবটি গ্র্যান্ড বার্গেইন এর প্রতিশ্রুতিতেও বলা আছে। জাতিসংঘ এজেন্সি এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো কক্সবাজারে তাদের বর্ধিত অফিস রাখার বিষয়ে পর্যালোচনা করে দেখতে পারে এবং যেহেতু ঢাকা থেকে কক্সবাজারে যাতায়তের জন্য প্রয়োজনীয় বিমান ও আরামদায়ক হাইওয়ে পরিবহণ ব্যাবস্থা রয়েছে তাই তারা ঢাকাতে তাদের বিদ্যমান অফিসগুলিতে ফিরে আসার ব্যাপারেও বিবেচনা করতে পারে।

৯. **সরকারি পর্যায়ে রিফিউজি ব্যবস্থাপনাকে একক কর্তৃপক্ষের অধীনে নিয়ে আসা এবং ব্যবস্থাপনাকে আরো শক্তিশালী করা। এর সাথে একক তহবিল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ থাকা এবং সহায়ক পক্ষ ব্যবস্থাপনা এপ্রোচ (counterpart approach) রাখা।** বর্তমানে সরকরি প্রতিষ্ঠানগুলো এবং ISCG রিফিউজি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একই ধরণের প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে যার নেতৃত্বে আছে বিদেশিরা। এদের জন্য রয়েছে আলাদা অফিস, তথ্য ব্যবস্থাপনা সুবিধা এবং পরিকল্পনা ব্যবস্থা। এটা ধরে নেয়া হয় যে জাতিসংঘ তাদের কারিগরি দক্ষতা থাকার কারণে তহবিল নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা পেয়ে থাকে। কিন্তু রিফিউজিদের (প্রায় ১.১ মিলিয়ন) দীর্ঘকালীন সংকটকেও বিচক্ষণতার সাথে বিশ্লেষণ করতে হবে। বর্তমানে আমরা সহায়তা তহবিল দিন দিন কমে যাওয়ার একটা সময়কে অতিক্রান্ত করছি এবং দিন শেষে বাংলাদেশ সরকারকেই এদের দ্বায়িত্ব নিতে হবে। আর তাই সরকরি প্রতিষ্ঠানগুলোকে রিফিউজি ব্যবস্থাপনার জন্য শক্তিশালী করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ- যেমন আরআরআরসি (RRRC) অফিস। আর সে কারণেই ISCG'র বিদেশিদেরকে সরকারি কর্মকর্তাদের সহায়ক পক্ষ হিসেবে একটি সিঙ্গেল অফিসে কাজ শুরু করা। বর্তমানে এই যে তারা আলাদা আলাদাভাবে কাজ করছে এটি পুনর্বিবেচনা করা উচিৎ।

১০. **শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক সংহতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে নেটওয়াকিং অপরিহার্য:** রোহিঙ্গারা অন্যদের মতো সামাজিক মানুষ। খাদ্য এবং আশ্রয় ছাড়াও তাদের আরো কিছু চাহিদা রয়েছে। মিয়ানমারে তাদের সম্প্রদায়গত বন্ধন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি ভাল ইতিহাস রয়েছে। তাদের সম্পর্কে যে কোন নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশন করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে গভীরভাবে সচেতন থাকতে হবে। আর তা না হলে এটি ভবিষ্যতে তাদের এবং বাংলাদেশের জন্য ঝুঁকি হয়ে দাড়াবে। সুতরাং, রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং হোস্ট কমিউনিটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক সংহতি বজায় রাখতে ধারাবাহিকভাবে নিজেদের অভ্যন্তরে এবং কমিউনিটির মধ্যে নিবিঢ়

সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম, শিক্ষা এবং নেটওয়ার্কিং শুরু করতে হবে। সচেতনতা এবং শিক্ষা কার্যক্রম অবশ্যই মানবাধিকার এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদলে হতে হবে। তাদের জনসংখ্যার প্রায় ৬০% এর বেশি যুবক। তাদেরকে জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক কাজ এবং টেলিভিশনের মতো বিনোদনমূলক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। জেআরপি-২০২১ এ বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশী স্থানীয় এনজিওগুলোর কিছু ভালো উদাহরণ রয়েছে। আমরা মনে করি এটিকে আলাদা খাত হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

১১. **প্লাষ্টিক ব্যাবহার নিষিদ্ধ করা, বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন প্রযুক্তি (Waste to energy-WTE) চালু করা এবং স্থানীয় পরিবেশ পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা :** রোহিঙ্গা শিবিরে প্লাস্টিকের ব্যবহার অত্যান্ত ব্যাপক এবং সর্বোপরি এটি স্থানীয় পরিবেশের জন্য মারান্তকভাবে ক্ষতির সৃষ্টি করছে। প্লাষ্টিকের অনেকগুলি সৃজনশীল বিকল্প রয়েছে। কর্তৃপক্ষকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে যার প্রাথমিক লক্ষ্য হবে বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন। এ ক্ষেত্রে বিশেষ বরাদ্দ থাকতে হবে। স্থানীয় গবেষক এবং এনজিওদেরকে এ বিষয়ে গবেষণা এবং মডেল তৈরি করতে বিশেষ করে স্থানীয় পরিবেশের দ্রুত পুনরুদ্ধার বিষয়ে কাজ করার জন্য আহবান জানানো উচিত।

১২. **উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে সেক্টর অনুযায়ী কিছু গুরুত্বপূণ পরামর্শ:**

খাত/ সেক্টর	**বর্তমান অবস্থা ও সুপারিশমালা**	**প্রত্যাশিত প্রভাব ও ফলাফল**
খাদ্য নিরাপত্তা	ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে একীভূত করতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাইরে থেকে আমদানি বৃদ্ধির ফলে গত দুই বছরে স্থানীয় লবণ ও শুটকি উৎপাদনকারীরা অনেক কম দামে তাদের পণ্য বিক্রি করেছে। প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে স্থানীয় কুমোর ও আবর্জনা রিসাইকল থেকে প্যাকেট/ ছোট মোড়ক প্রস্তুতকারীরা লাভবান হতে পারে।	স্থানীয় লবণ ও শুটটি উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্রয় করা যাবে, এর ফলে তারা অধিক লাভবান হবে। পাশাপাশি স্থানীয় কুমোর ও শিল্প আবর্জনা থেকে প্যাকেট/ ছোট মোড়ক প্রস্তুতকারীরাও লাভবান হবেন ।
স্বাস্থ্য	রোহিঙ্গা মা ও কিশোরীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে তারা একই সাথে প্যারামেডিক হিসেবে কাজ করতে পারে। এর ফলে তারা জরুরি প্রয়োজনে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করতেও সক্ষম হবেন।	রোহিঙ্গা পরিবারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় টেকসই উন্নতি ঘটবে।
আশ্রয়ণ এবং খাবাব ব্যতীত অন্যান্য সামগ্রী	সিসিএনএফ (CCNF) রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রি-ফাব্রিকেটেড বা পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব এমন দুইতলা আশ্রয়ণ নির্মাণে দাবি জানিয়ে আসছে। ইতমধ্যে সরকার এই নকশা/ ডিজাইনটি অনুমোদন দিয়েছে। এর মাধ্যমে ইচ্ছামতো আশ্রয়ণ নির্মাণ ও অপসারণ করা যাবে। স্থানীয় হোস্ট কমিউনিটির মাঝে এলপিজি ব্যবহারের পরিবর্তে চারকোলের ব্যবহার করাকে অনুপ্রানিত করতে হবে। চারকোল হলো চালকল বা ধানের তুষ থেকে উৎপাদিত এক ধরণের জ্বালানি।	প্রি-ফাব্রিকেটেড বা পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব এমন দুইতলা আশ্রয়ণ নির্মাণে এর জন্য বেশি যায়গা প্রয়োজন হয় না বলে অতিরিক্ত স্থান নষ্ট হয় না। এর ফলে ক্যাম্পের মাঝে গাদাগাদির অবস্থা অনেকটাই হ্রাস পাবে। এলজিপি-এর পরিবর্তে স্থানীয় ধানের তুষ চারকোল উৎপাদনে ব্যবহার করা হবে। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।
পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান পুনর্বাসন	ক্যাম্পে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ ব্যবহৃত হয়। আমরা আশংক্কা করছি কক্সবাজার ও এর আশেপাশের জেলাগুলোতে বাঁশ গাছের অস্বস্তিত্বই বিলীন হয়ে যেতে পারে। তাই জাতিসংঘ	বাঁশ চাষ বা রোপনের জন্য পরিকল্পিত প্রচারণা করার মাধ্যমে এর সম্ভাব্য বিলুপ্ত রক্ষা করা যাবে।

	এবং আন্তর্জাতিক এনজিও গুলোকে বাঁশ গাছ রোপনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	
ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন	ওয়াটার এইডের একটি স্টাডি ভূগর্ভস্থ পানির ম্যাপিং করেছিল। সেই স্টাডি রিপোর্টটি প্রকাশ করতে হবে। পরিকল্পিত ভূ-পৃষ্ঠের পানি সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে উখিয়া এবং টেকনাফে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিংকে আরো জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।	উখিয়া এবং টেকনাফের ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পুনরায় ভরে উঠবে।
সুরক্ষা/ লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ/ শিশু সুরক্ষা	এনজিওগুলোদের তাদের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (Complaint Response Mechanism) তৈরি করতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য অবশ্যই সহজবোধ্য ভাষায় তা প্রকাশ করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী যাতে জাতিসংঘ, আইএনজিও ও স্থানীয়/ জাতীয় এনজিও এর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারে সেই ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এনজিও/ সিএও নির্বাচন প্রক্রিয়া হতে হবে মানদন্ড ও নীতিমালার আলোকে এবং তা অবশ্যই হতে হবে স্বচ্ছ এবং সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক।	পিএসইএ (PSEA) এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রতি জবাবদিহিতা (AAP) আরো শক্তিশালী হবে। সুশাসন ও কার্যকর সাড়াদানে এনজিওদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ গড়ে উঠবে।
শিক্ষা	রোহিঙ্গা শিক্ষাকে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ/ সনদভিত্তিক রোহিঙ্গা শিক্ষাকে অনুমোদন দিতে হবে এবং অবশ্যই তাদের পাঠ্যক্রম হবে মিয়ানমারের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী। উখিয়া এবং টেকনাফে যেহেতু প্রচুর পরিমাণে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি তাই সেখানে কারিগরী কলেজ স্থাপন করতে হবে । শরণার্থী ব্যবস্থাপনার কারণে যে সকল স্কুল ও কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের মেরামত করতে হবে।	সনদভিত্তিক রোহিঙ্গা শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরী শিক্ষা চালু হবে। ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিস্থানসমূহ মেরামত করা হবে।
লজিস্টিকস্	সকল জাতিসংঘের এজেন্সিগুলোকে একটি অভিন্ন লজিসটিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে আসতে হবে। সকল আইএনজিও সমূহকেও অবশ্যই একটি অভিন্ন লজিস্টিক ও ট্রান্সপোর্ট ইউনিট গঠন করতে হবে এবং তা অবশ্যই স্থানীয় বা জাতীয় এনজিওগুলোর সাথে সমন্বয় করে তৈরি করতে হবে। জাতিসংঘের সকল এজেন্সির কিংবা আইএনজিওদের শাখা অফিস কক্সবাজারে থাকার দরকার নেই। কারণ রাজধানীর সাথে সড়ক ও আকাশ পথে কক্সবাজারের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব ভালো।	জাতিসংঘের এজেন্সিগুলোর ও আইএনজিও বিভিন্ন ধরনের লজিস্টিক ইউনিটের খরচ অনেকাংশেই কমে যাবে। কক্সবাজার শহরের উপর অতিরিক্ত চাপ কমে যাবে। পরিবহনখাতে খরচ অনেক কমে যাবে। পাশাপাশি আশ্রয় শিবিরের পাশে বিশেষ করে টেকনাফ ও উখিয়ায় জাতিসংঘের এজেন্সিগুলো ও আইএনজিও স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও

	জাতিসংঘের এজেন্সিসমূহ ও আন্তর্জাতিক এনজিও, স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওগুলোর মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোকে টেকনাফ এবং উখিয়াতে স্থাপন করতে হবে। এর ফলে অন্তত ট্রাফিক জ্যাম কমে যাবে (অন্তন তিন ঘন্টার ভ্রমনের সময় বাঁচবে)। পাশাপাশি কক্সবাজার থেকে ক্যাম্পে যাওয়ার খরচ কমে যাবে।	গুলোর মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো প্রতিস্থাপিত হবে।
সমন্বয় ও কর্মীদের স্বাস্থ্য	জাতিসংঘের সহায়তায় মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটির (Medical Treatment Facility-MTF) সুযোগ করা হবে। যারা জাতিসংঘের কোন এজেন্সির কর্মী নয়, তবে মানবিক কার্যক্রমে জড়িত এবং অন্যান্য সংস্থায় কর্মরত আছেন তাদেরকেও উক্ত এমটিএফ-এ চিকিৎসা ও সেবা পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।	মানবিক কার্যক্রমে জড়িত সকল কর্মীদের চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত হবে।

প্রস্তুতকারী-

আবু মোর্শেদ চৌধুরী এবং রেজাউল করিম চৌধুরী

[SEG- এর স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও প্রতিনিধি]

২১ এপ্রিল, ২০২১

আগামীকে নিয়ে ভাবনার সময় এখনই- জেআরপি-২০২১ বাস্তবায়ন ও রোহিঙ্গা রেসপন্স এ চাই গণতান্ত্রিক চর্চা ও সমান অংশীদারিত্ব: এসইজি (Strategic Executive Group) কে সিসিএনএফ এর চিঠি।

প্রিয় মিয়া, জর্জ এবং জোহানেস,

(১) যে সকল স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও রোহিঙ্গা রেসপন্স এ কাজ করছে তাদের পক্ষ থেকে তোলা গত ১৮ এপ্রিল সভায় আমার প্রশ্নের (নিচে যুক্ত করা হয়েছে) উত্তর দেবার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আমি এবং জনাব আবু মোরশেদ চৌধুরী আইএসসিজি কর্তৃক পরিচালিত একটি উন্মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওদের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত হয়েছিলাম। আপনারা বলেছেন যে, লোকালাইজেশন টাস্কফোর্স রিপোর্টটি এখনও আলোচনার টেবিলেই রয়েছে। তখন আমি বলেছি যে, এটি তাহলে অবশ্যই একটি ক্রসকাটিং স্ট্রাটেজিক অবজেকটিভস (strategic objectives) হিসেবে জেআরপি (JRP)-২০২১ তে উল্লিখিত থাকতে হবে।

আমরা মনে করি যে, লোকালাইজেশন টাস্কফোর্স রিপোর্টটি ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয়। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি (ক) শুধু অপর্যাপ্ত তহবিল সহায়তা (aid) এর সাথে খাপ খাওয়ানো নয় বরং (খ) প্রযুক্তি সুবিধা এবং এর ব্যবহার জ্ঞান স্থানীয় এনজিও/সিএসও-দের প্রদান করা এবং (গ) স্থানীয় সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে সামগ্রিক সামাজিক এপ্রোচ (whole of society approach) এর মাধ্যমে মানবিক কর্মকান্ডগুলোর বাস্তবায়ন করা, যেখানে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো শুধু মনিটরিং এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা (technical assistance) প্রদানের মতো কাজগুলোতে যুক্ত থাকবে।

(২) আমরা গত ১ ফেব্রুয়ারি খসড়া জেআরপি-২০২১ এর উপর আমাদের আনুষ্ঠানিক মতামত প্রদান করেছি। আপনারা চাইলে ২ পাতার এই ডকুমেন্টটি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। আমাদের বোঝাপড়া থেকে আমরা এই মতামত প্রদানের ডকুমেন্টটির নাম দিয়েছি "জেআরপি ২০২১: এটা কি সীমানার বাইরে চলে যাওয়া অথবা গতানুগতিক কর্মকান্ড ("JRP 2021 : Is it Going Beyond or Business As Usual")। কিন্তু আমরা হতাশ হয়েছি যে, জেআরপি-২০২১ এর খসড়া হালকা প্রতিবেদনে (draft light version) আমাদের মতামতগুলোর তেমন কিছু প্রতিফলন নেই। আইএসসিজি (ISCG) কে অবশ্যই সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেয়া উচিৎ।

(৩) আমরা গত ১৫ এপ্রিলের চিঠিতে একই ধরণের অনুরোধ করেছিলাম। লোকালাইজেশন টাস্কফোর্স এবং তাদের প্রস্তুতকৃত রোহিঙ্গা কর্মকান্ড বাস্তবায়নে স্থানীয়করণ (localization) রোডম্যাপ রিপোর্ট তৈরির কাজটি ছিল প্রায় ৩০ মাসের এক কষ্টসাধ্য কাজ। শুধু আমরাই নয়, ইউএনডিপি (UNDP) ও আইএফআরসি (IFRC) এর নেতৃত্বে লোকালাইজেশন টাস্কফোর্সের মধ্যে ছিলো ইউএনএইচসিআর (UNHCR), ইউএনআরসিও (UNRCO), অক্সফ্যাম (Oxfam) সেভ দ্য চিলড্রেন (Save the Children) ইউকে এইড/এফসিডিও (UKAID/FCDO), ইইউ (EU) এবং বেশ কয়েকজন দেশিয় নামকরা স্বাধীন বিশেষজ্ঞ (consultant) (যেমন, শিরীন হক, আব্দুল লতিফ খান, ইত্যাদি) এতে যুক্ত ছিলেন। সর্বপরি প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিশ বিভাগের ব্যারিস্টার মনজুর হোসেনের নেতৃত্বে তার দল মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক কাজ করেছে। আমরা আপনাদেরকে অনেক ডলার খরচ করার মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করতে অনুরোধ করছি। এটি আরো আগেই প্রকাশ হবার কথা ছিল। আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে প্রতিবেদনটি প্রকাশে যতই দেরি করা হবে ততই আপনাদের সাথে আমাদের বিশ্বাসের সম্পর্কে চিড় ধরবে।

(৪) আমি আপনাদেরকে সর্বশেষ জেআরপি-২০২১ এর ৮ নং পাতার দ্বিতীয় প্যারায় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে বলা হয়েছে "অধিকন্তু, বাংলাদেশ রোহিঙ্গা রেসপন্স এনজিও প্লাটফর্মটি হলো একটি স্বাধীন প্লাটফর্ম যেখানে শতাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও রয়েছে। এই প্লাটফর্মের সমন্বয়কারী পুরোপুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও এজেন্ডা তৈরিতে এর সাথে যুক্ত অন্যান্যদের সাথে সর্বস্তরে সমন্বয় সাধন করছেন"। এই ধরণের বক্তব্য হলো উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া এবং আইএসসিজি'র পুনরাবৃত্তি যেখানে স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা সংগঠনগুলো যেমন সিসিএনএফ (www.cxb-cso-ngo.org), যারা শুধু রোহিঙ্গা রেসপন্স নয় বরং কক্সবাজারের প্রায় সমস্ত ইস্যুতে কাজ করে তাদেরকে এক ধরণের খাট করে দেখানো হয়েছে এবং কর্মকান্ড বাস্তবায়নের বিষয়টিকে নিজেদের দিকে টেনে নেয়া হয়েছে।

এছাড়াও আমরা এনজিও প্লাটফর্মে গণতান্ত্রিক চর্চার ঘাটতি নিয়ে বার বার কথা তুলেছি। যেমন (ক) এটি খুব কমই গণতান্ত্রিক নিয়ম-শৃংখলা দ্বারা পরিচালিত হয়, যেমন গত ৬ মাসে এই প্লাটফর্মের কোন সভা না হওয়া এবং (খ) গত ৪ বছরে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ঘটাতে না পারা। গত ৪ বছরে আমরা দেখেছি যে হেড অব সাব অফিসেস গ্রুপ (HoSoG) এবং আইএসসিজি বিদেশিদের নেতৃত্বে এনজিও প্লাটফর্ম চালিত করেছে। এর ফলে এনজিও, বিশেষ করে স্থানীয় এনজিওদের সরাসরি অংশগ্রহণ এতে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আমরা আবারও আপিল জানাতে চাই যে, সকল এনজিও, এমনকি স্থানীয় এনজিওদেরও আইএসসিজি ও হেড অব সাব অফিসেস গ্রুপ এ বাইরের কোন সহায়তা ছাড়াই প্রতিনিধিত্ব করার মতো যথেষ্ট দক্ষতা রাখে। এই সেক্টরে অংশগ্রহণ এবং নিরাপদ আলোচনার জন্য তথাকথিত যথাযথ ক্ষেত্র বিঘ্নিত হবে বলাটা- এক্ষেত্রে

কোন ধরণের অযুহাত হতে পারে না। আইএসসিজি ও হেড অব সাব অফিসেস গ্রুপের বিদেশিদেরকে অবশ্যই সহনশীলতা ও তীর্যক সমালোচনা গ্রহণের মন-মানসিকতা রাখতে হবে।

রোহিঙ্গা কর্মকান্ড বাস্তবায়নে আমাদেরকে একক একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে যা শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক মালিকানার চর্চার মাধ্যমেই সম্ভব হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বিনীত,

রেজা।

নোট: আমি গত ১৮ এপ্রিলের সভায় যে প্রশ্নগুলো তুলেছিলাম সেগুলো নিম্নরুপ:

১. আমি যেহেতু স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওদেরকে প্রতিনিধিত্ব করি, আমরা গত ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খসড়া জেআরপি-২০২১ এর উপর আমাদের মতামত প্রদান করেছি। কিন্তু আমাদের মতামতের তেমন কোন প্রতিফলন আমরা দেখতেই পাচ্ছি না। আমরা ১২টি বিষয় উত্থাপন করেছিলাম, সেখানে এগুলো কে করবে তার চাইতে কিভাবে করা হবে তার উপর আমরা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছি।

২. তহবিল সহায়তা (aid) দিন দিন কমে যাবে, দুঃচিন্তা ও সংঘাত বাড়বে। তাই অবসম্ভাবিভাবে আমাদের অবস্থান হলো স্থানীয়করণের (localization) দিকে, যেটি কি না স্থানীয়করণ টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। আমাদের দেয়া মতামতগুলোর তেমন কিছুই এই জেআরপিতে উল্লেখ নাই। আমরা হতাশ হয়েছি এটা দেখে যে আমাদের ইস্যুগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে।

৩. আগামীতে অনেক ইস্যু আসবে যেগুলোর সমাধানের জন্য সরকারের সাথে দেন-দরবার করতে হবে। সামাজিক সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখার জন্য দরকার হবে সামাজিক মবিলাইজেশন করার। শুধু আইএসসিজি (ISCG) ও জাতিসংঘ এ্যাডভোকেসি করলেই হবে না, স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীদের দ্বারা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়েও এ্যাডভোকেসি ও আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে।